পঞ্চম অধ্যায়

মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন

উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের চাপ এবং বিনিময় হারে সৃষ্ট অস্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ করাসহ উৎপাদনশীল খাতে অবাধ ঋণ যোগান নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রানীতি প্রণীত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য রিজার্ভ মুদ্রা (Reserve Money) এবং ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money) এর প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে যথাক্রমে ঋণাত্মক ১.০০ শতাংশ ও ৯.৭০ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি'২৪ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ও ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ০.৭২ শতাংশ ও ৮.৮৯ শতাংশ। সরকারি খাতে (নিট) ঋণ ও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি রাখা হয়েছে যথাক্রমে ২৭.৮০ শতাংশ ও ১০.০ শতাংশ, যার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি'২৪ শেষে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ২২.৪৭ শতাংশ ও ৯.৯৬ শতাংশ। জুন'২৪ এর নির্ধারিত ১৩.৯০ শতাংশ অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে ফেব্রুয়ারি'২৪ শেষে প্রকৃতপক্ষে তা দাঁড়িয়েছে ১২.১৪ শতাংশে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের ১৫.৫৮ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় কম। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে সরকারি ও বেসরকারি খাতের নীট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের যথাক্রমে প্রায় ১৮.৯৪ শতাংশ ও ৭৮.৬৯ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে রিজার্ভ মুদ্রা বার্ষিক ০.৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের ১৯.৪১ শতাংশ হ্রাস ঘটেছে, যেখানে ফেব্রুয়ারি'২৩ শেষে তা ১৮.৯৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। মূল্যস্ফীতি হ্রাসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নীতি সুদহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা, আমদানি ব্যয়জনিত কারণে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তারল্য চাপ থাকা, ঋণের সুদহার বাজারভিত্তিক ও প্রতিযোগিতাপ্রবণ হওয়া এবং আমানত ও ঋণের সুদহার সীমা প্রত্যাহারের কারণে সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকের ঋণ ও আমানতের সুদহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঋণের ভারিত গড় সুদহার ফেব্রুয়ারি'২৩ শেষের ৭.২৭ শতাংশ হতে মোটামুটি স্থিতিশীল থেকে জুন'২৩ শেষে ৭.৩১ শতাংশে দাঁড়ায় এবং পরবর্তীতে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি'২৪ শেষে তা ১০.০৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই সাথে, ভারিত গড় আমানত সুদহার ফেব্রুয়ারি'২৩ শেষের ৪.৩১ শতাংশ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২৩ শেষে ৪.৩৮ শতাংশে দাঁড়ায় এবং পরবর্তীকালে বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি'২৪ শেষে তা ৫.০১ শতাংশে পৌঁছায়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি'র ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০২৩ সালের জুন শেষে ছিল ৬,৩৪৪.০৯ পয়েন্ট, যা ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ১.৪১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৬,২৫৪.৫৪ পয়েন্টে। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এর সার্বিক মূল্য সূচক ২০২৩ সালের জুন শেষে ছিল ১৮,৭০২.২০ পয়েন্ট, যা ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তে ৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৭,৯২৮.৩৮ পয়েন্টে।

উৎপাদনশীল খাতে অবাধ ঋণ যোগান নিশ্চিতকরণ এবং সার্বিক অর্থনীতির চলমান সংকটসমূহ যথা: অব্যাহত উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের চাপ এবং বিনিময় হারে সৃষ্ট অস্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ করাসহ সম্ভাব্য সর্বোচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রানীতি প্রণীত হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ষান্মাসিক ভিত্তিতে মুদ্রানীতি ভঙ্গি (Stance) ও মুদ্রানীতি কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নিমিত্তে বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলকসমূহ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনায় প্রয়োজনীয় নীতি পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় বাজেটে ঘোষিত প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতি অর্থবছরে মুদ্রা ও ঋণ কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে, যেখানে ব্যাপক মুদ্রার প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি রাখা হয়েছে ৯.৭০ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে ঋণের প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি রাখা হয়েছে ১০.০ শতাংশ।

সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির আওতায় জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়কালে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত পদক্ষেপসমূহ হলো: ০১ জুলাই ২০২৩ হতে আর্থিক (মুদ্রা ও ঋণ) টার্গেটিং থেকে সুদহার টার্গেটিং ফ্রেমওয়ার্কে স্থানান্তর, নীতি সুদহার করিডোর বাস্তবায়ন, আমানত ও ঋণের সুদহার সীমা উত্তোলন, ঋণ প্রদানের জন্য একটি রেফারেন্স রেট প্রতিষ্ঠা, বিপিএম-৬ অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গণনার নতুন পদ্ধতি অনুসরণ, বিনিময় হারের স্থিতিশীলতায় বজায় রাখতে ব্যাংকিং খাতে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয়, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে পলিসি রেট (রেপো সুদহার) বৃদ্ধি, প্রভৃতি।

মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমন ও বিনিময় হারের স্থিতিশীলতার লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক জানুয়ারি-জুন ২০২৪ সময়কালের জন্যও সংকোচনমুখী মুদ্রা ও ঋণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে, যার আওতায় বেশ কিছু নীতিগত পদক্ষেপ চলমান রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: নীতি সুদহার করিডোর +২০০ বেসিস পয়েন্ট থেকে কমিয়ে +১৫০ বেসিস পয়েন্ট করা, পলিসি রেট (ওভারনাইট রেপো সুদহার) ৭.৭৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে প্রথমে ৮.০০ শতাংশ এবং পরবর্তীতে তা আরো বৃদ্ধি করে ৮.৫০ শতাংশ, ব্যাংকসমূহের তারল্য ব্যবস্থাপনা অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালনা করার লক্ষ্যে নীতি সুদহার করিডোরের উর্ধ্বসীমা স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) এর ক্ষেত্রে সুদহার ৯.৭৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে প্রথমে ৯.৫০ শতাংশ ও পরবর্তীতে তা আবার বৃদ্ধি করে ১০.০০ শতাংশ, নীতি সুদহার করিডোরের নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) ৫.৭৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে প্রথমে ৬.৫০ শতাংশ এবং পরবর্তীতে তা আরো বৃদ্ধি করে ৭.০০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা, টাকা-ডলার বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা আনয়নে Crawling Peg Exchange Rate System প্রবর্তন, ব্যাংকিং খাতে সুশাসন নিশ্চিত করা এবং NPL হ্রাসে একটি পথনকশা (Roadmap) প্রস্তুতকরণ ও দ্রুত বাস্তবায়ন, অধিকতর উৎপাদনমুখী খাত, যথা: কৃষি, সিএমএসএমই ও আমদানি বিকল্প খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ যোগান অব্যাহত রাখা, ফরেন রিজার্ভ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারেন্সি সোয়াপ (Currency Swap) প্রবর্তন ও Resident Foreign Currency Deposit (RFCD) Account এর ক্ষেত্রে সুদহারসহ সুবিধাদি আকর্ষণীয়করণ, প্রভৃতি।

জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা এবং মূল্যস্ফীতির সীমার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য রিজার্ভ মুদ্রা এবং ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে যথাক্রমে ঋণাত্মক ১.০০ শতাংশ ও ৯.৭০ শতাংশ। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ফেব্রুয়ারি'২৪ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ও ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ০.৭২ শতাংশ ও ৮.৮৯ শতাংশ। সরকারি খাতে (নিট) ঋণ ও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি রাখা হয়েছে ২৭.৮০ শতাংশ ও ১০.০ শতাংশ, যার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি'২৪ শেষে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২২.৪৭ শতাংশ ও ৯.৯৬ শতাংশ। সরকারি ও বেসরকারি খাতের ঋণ সম্প্রসারণের উপর ভিত্তি করে জুন'২৪ এর নির্ধারিত ১৩.৯০ শতাংশ অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে ফেব্রুয়ারি'২৪ শেষে প্রকৃতপক্ষে তা দাঁড়িয়েছে ১২.১৪ শতাংশে।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বছরভিত্তিতে (Year-on-year) রিজার্ভ মুদ্রা (Reserve Money), ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money) এবং সংকীর্ণ মুদ্রার (Narrow Money) প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ০.৭২ শতাংশ, ৮.৮৯ শতাংশ এবং ২.৫২ শতাংশ। সারণি ৫.১-এ মুদ্রার সূচক সমূহের গতিধারা দেখানো হলো।

সারণি ৫.১: মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

(সময় শেষে বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

সূচক	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	ফেব্রু' ২৩	ফেব্রু' ২৪
সংকীর্ণ মুদ্রা	৬.১৭	৭.২২	২০.১১	১৪.৪৯	১৩.৩২	১৫.৪৯	১৭.৬২	২.৫২
ব্যাপক মুদ্রা	৯.২৪	৯.৮৮	১২.৬৪	১৩.৬২	৯.৪৩	১০.৪৮	৮.৭৭	৮.৮৯
রিজার্ভ মুদ্রা	৪.০৪	৫.৩২	১৫.৫৬	২২.৩৫	-০.২৬	১০.৪৯	৮.৭১	০.৭২

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

সংকীর্ণ মুদ্রা (Narrow Money, M1)

২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে সংকীর্ণ মুদ্রা ১৫.৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৩.৩২ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে সংকীর্ণ মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ২.৫২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৭.৬২ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে সংকীর্ণ মুদ্রার উপাদানের মধ্যে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ০.০৪ শতাংশ হ্রাস ও তলবি আমানত ৬.১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ২১.৩৯ শতাংশ এবং তলবি আমানত ১২.৬২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money, M2)

ব্যাপক মুদ্রার স্থিতি জুন ২০২৩ শেষে ১৮,৮৭,১৬৮.১০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন ২০২২ শেষে ছিল ১৭,০৮,১২২.২০ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে) ব্যাপক মুদ্রা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯,১৯,৮০৫.৬০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৮.৭৭ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় মেয়াদি আমানত ১০.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি শেষে ৬.১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সারণি-৫.২ এ ব্যাপক মুদ্রার উপাদানগুলোর তুলনামূলক অবস্থা এবং লেখচিত্র ৫.১ ও ৫.২-এ যথাক্রমে ব্যাপক মুদ্রা পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর গতিধারা ও উপাদানভিত্তিক শতকরা অবদান উপস্থাপন করা হলো।

লেখচিত্র ৫.১: ব্যাপক মুদ্রার উপাদানসমূহের গতিধারা
(বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

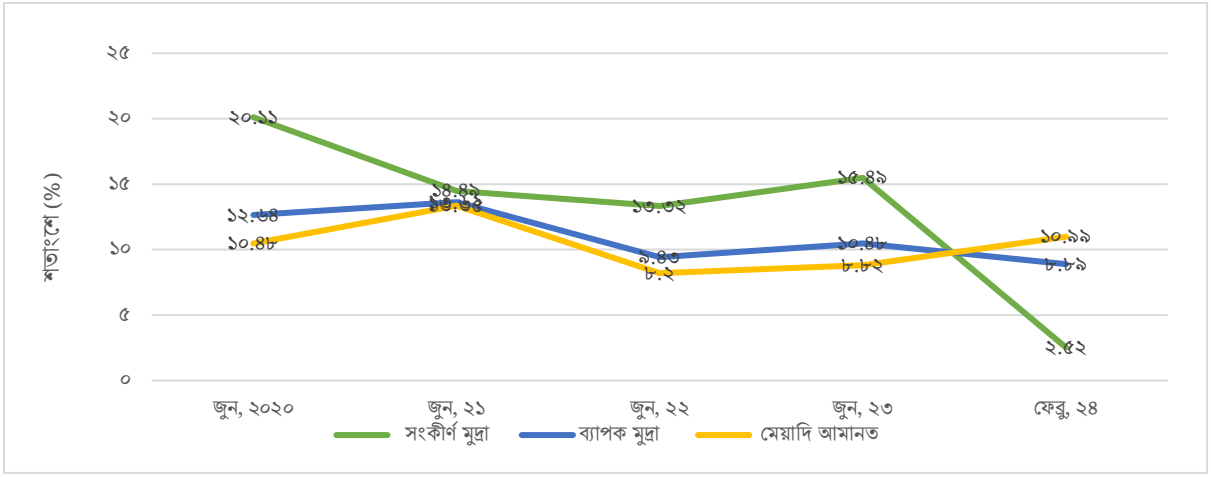

সারণি ৫.২: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

সূচক	জুন, ২০২০	জুন, ২০২১	জুন, ২০২২	জুন, ২০২৩	ফেব্রুয়ারি, ২৩	ফেব্রুয়ারি, ২৪
সময় শেষে স্থিতি (কোটি টাকায়)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৯৭৩৩৬.২০	৩৮২৩৩৭.৫০	৩৬৪২৯৮.৮০	৩১৬৭২৮.৩০	৩১২৭০২.৭০	২৬২৫৭৮.৩০
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১০৭৬৩৯৮.৯০	১১৭৮৫৫৭.৮০	১৩৪৩৮২৩.৪০	১৫৭০৪৩৯.৮০	১৪৫০৩২৯.৩০	১৬৫৭২২৭.৩০
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ[৯]	১৩০৭৬৩৩.৭০	১৪৩৯৮৯৯.০০	১৬৭১৭৪৯.১০	১৯২৬৭৭০.৭০	১৭৮৭১৮৫.৬০	২০০৪১০৮.৭০
১) সরকারি খাত (নিট)	১৮১১৫০.৭০	২২১০২৫.৯০	২৮৩৩১৪.৬০	৩৮৭৩৪৯.৮০	৩০৯৮৬৬.৬০	৩৭৯৫০২.৪০
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	২৯২১৫.১০	৩০০১৭.৮০	৩৭১৯৮.৯০	৪৫১৬৪.৭০	৪৩২৪৯.৭০	৪৭৬৬৯.৯০
৩) বেসরকারি খাত	১০৯৭২৬৭.৯০	১১৮৮৮৫৫.৩০	১৩৫১২৩৫.৬০	১৪৯৪২৫৬.২০	১৪৩৪০৬৯.৩০	১৫৭৬৯৩৬.৪০
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-২৩১২৩৪.৮০	-২৬১৩৪১.২০	-৩২৭৯২৫.৭০	-৩৫৬৩৩০.৯০	-৩৩৬৮৫৬.৩০	-৩৪৬৮৮১.৪০
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)	৩২৮২৬৩.৯০	৩৭৫৮২৮.৭০	৪২৫৯০৪.৭০	৪৯১৮৮৭.৯০	৪৩৭২৯৮.৪০	৪৪৮৩২৪.০০
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	১৯২১১৪.৫০	২০৯৫১৭.৭০	২৩৬৪৪৮.৯০	২৯১৯১৩.৫০	২৫৭৬৬৭.৬০	২৫৭৫৭৪.৫০
খ) তলবি আমানত[৯]	১৩৬১৪৯.৪০	১৬৬৩১১.০০	১৮৯৪৫৫.৮০	১৯৯৯৭৪.৪০	১৭৯৬৩০.৮০	১৯০৭৪৯.৫০
৪. মেয়াদি আমানত	১০৪৫৪৭১.২০	১১৮৫০৬৬.৬০	১২৮২২১৭.৫০	১৩৯৫২৮০.২০	১৩২৫৭৩৩.৬০	১৪৭১৪৮১.৬০
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২){(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	১৩৭৩৭৩৫.১০	১৫৬০৮৯৫.৩০	১৭০৮১২২.২০	১৮৮৭১৬৮.১০	১৭৬৩০৩২.০০	১৯১৯৮০৫.৬০
শতকরা পরিবর্তন (শতাংশ)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	৯.১৫	২৮.৫৯	-৪.৭২	-১৩.০৬	-১৩.৭৮	-১৬.০৩
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৩.৬৪	৯.৪৯	১৪.০২	১৬.৮৬	১৫.২৬	১৪.২৭
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৪.০২	১০.১১	১৬.১০	১৫.২৫	১৫.৫৮	১২.১৪
১) সরকারি খাত (নিট)	৫৯.৯২	২২.০১	২৮.১৮	৩৬.৭২	৩৩.৮৭	২২.৪৭
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	২৫.০৯	২.৭৫	২৩.৯২	২১.৪১	২০.৪২	১০.২২
৩) বেসরকারি খাত	৮.৬১	৮.৩৫	১৩.৬৬	১০.৫৮	১২.১৪	৯.৯৬
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	১৫.৮১	১৩.০২	২৫.৪৮	৮.৬৬	১৬.৯৮	২.৯৮
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)	২০.১১	১৪.৪৯	১৩.৩২	১৫.৪৯	১৭.৬২	২.৫২
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা	২৪.৫২	৯.০৬	১২.৮৫	২৩.৪৬	২১.৩৯	-০.০৪

সূচক	জুন, ২০২০	জুন, ২০২১	জুন, ২০২২	জুন, ২০২৩	ফেব্রুয়ারি, ২৩	ফেব্রুয়ারি, ২৪
কারেন্সি নোট ও মুদ্রা						
খ) তলবি আমানত	১৪.৪১	২২.১৫	১৩.৯২	৫.৫৫	১২.৬২	৬.১৯
৪. মেয়াদি আমানত	১০.৪৮	১৩.৩৫	৮.২০	৮.৮২	৬.১৩	১০.৯৯
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২) {(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	১২.৬৪	১৩.৬২	৯.৪৩	১০.৪৮	৮.৭৭	৮.৮৯

নোট: ১/ ক্রমপুঞ্জিভূত সুদ অন্তর্ভুক্ত, ২/ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি এজেন্সিগুলোর আমানত অন্তর্ভুক্ত।
উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৫.২: ব্যাপক মুদ্রার উপাদানভিত্তিক বিভাজন

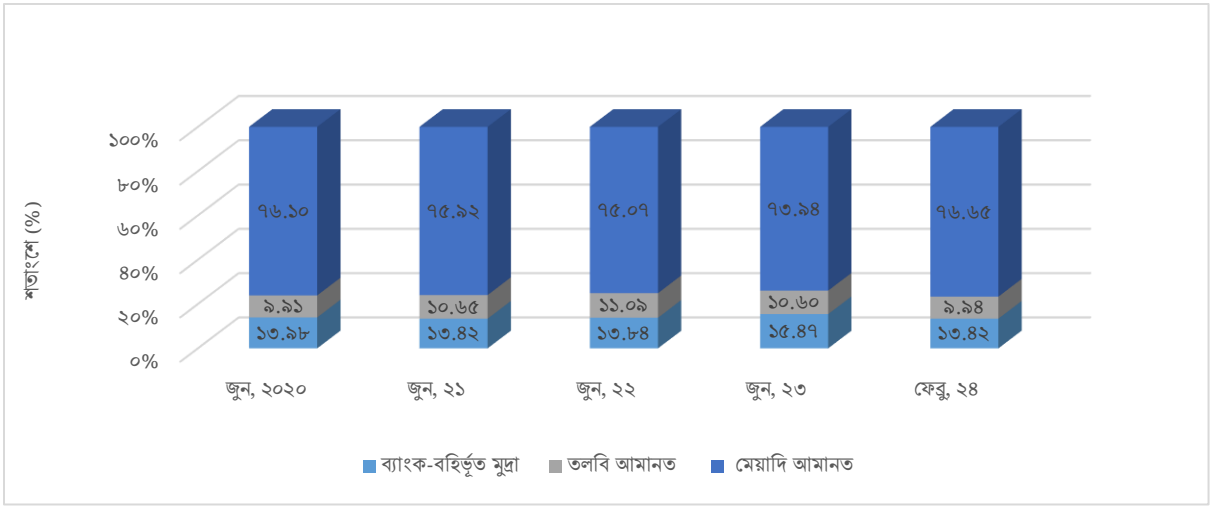

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৫.২৫ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৬.১০ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১২.১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের ১৫.৫৮ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় কম। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৯.৯৬ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১২.১৪ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে সরকারি খাতে নীট ঋণ বৃদ্ধি পায় ২২.৪৭ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ৩৩.৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে সরকারি ও বেসরকারি খাতের নীট ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের যথাক্রমে প্রায় ১৮.৯৪ শতাংশ ও ৭৮.৬৯ শতাংশ।

রিজার্ভ মুদ্রা

২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে রিজার্ভ মুদ্রার স্থিতি দাঁড়ায় ৩,৮৩,৫৮৫.২০ কোটি টাকা, যা ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে ছিল ৩,৪৭,১৬২.১০ কোটি টাকা। জুন ২০২২ এর তুলনায় জুন ২০২৩ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ১০.৪৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ০.৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৫২,৮৫৮.৩০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অপরদিকে, ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ১৭.৩৩ শতাংশ হ্রাস পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ৫.২২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি'২৪ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের ১৯.৪১ শতাংশ হ্রাস ঘটে, যেখানে ফেব্রুয়ারি'২৩ শেষে ১৮.৯৭ শতাংশ হ্রাস হয়েছিল। সারণি-৫.৩-এ রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ এবং সারণি-৫.৪-এ রিজার্ভ মুদ্রার উৎসভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৫.৩: রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন, ২০২০	জুন, ২০২১	জুন, ২০২২	জুন, ২০২৩	ফেব্রুয়ারি, ২৩	ফেব্রুয়ারি, ২৪
সময় শেষে স্থিতি (কোটি টাকায়)						
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	২০৮০৯৪.১০	২২৬৮৮৮.৩০	২৫৬১৮২.৮০	৩১১৯৪৭.৮০	২৮২৪৯৪.৮০	২৮৪৪২০.৯০
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৭৫৭৬৮.৩০	১২০৫৯৭.০০	৯০৩৮২.৯০	৭০৯৬৭.৩০	৬৭২৫৪.৮০	৬৭৮৫৫.৬০
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৬২১.০০	৫৮৬.৫০	৫৯৬.৪০	৬৭০.১০	৫৯৭.৩০	৫৮১.৮০
৪. রিজার্ভ মুদ্রা (১+২+৩)	২৮৪৪৮৩.৪০	৩৪৮০৭১.৮০	৩৪৭১৬২.১০	৩৮৩৫৮৫.২০	৩৫০৩৪৬.৯০	৩৫২৮৫৮.৩০
শতকরা পরিবর্তন (শতাংশ)						
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	২২.১৩	৯.০৩	১২.৯১	২১.৭৭	২১.৩১	০.৬৮
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	১.০১	৫৯.১৭	-২৫.০৫	-২১.৪৮	-২৪.৩৬	০.৮৯
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	-২১.২৪	-৫.৫৬	১.৬৯	১২.৩৬	২০.৯৬	-২.৬০
৪. রিজার্ভ মুদ্রা	১৫.৫৬	২২.৩৫	-০.২৬	১০.৪৯	৮.৭১	০.৭২

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণি ৫.৪: রিজার্ভ মুদ্রার উৎস

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন ২০২০	জুন ২০২১	জুন ২০২২	জুন ২০২৩	ফেব্রু. ২৩	ফেব্রু. ২৪
সময় শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৮৬০৪০.৯০	৩৬৬৯১৭.৩০	৩৪৭৭৫৭.৭০	২৮৭৪৯৭.৫০	২৮৫০৬৩.৪০	২২৯৭৪৩.৬০
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-১৫৫৭.৫০	-১৮৮৪৫.৫০	-৫৯৫.৬০	৯৬০৮৭.৭০	৬৫২৮৩.৫০	১২৩১১৪.৭০
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা	৬৩৭৭৬.৪০	৪৫২৯৪.৬০	৮০৩৭৫.৪০	২৩০৫০৪.০০	১৭৫৫০৫.৯০	২৫২৮৪১.৮০
ক.১. সরকারের নিকট	৪২১১৭.১০	১৭২৮৫.৫০	৫৪৯৩০.০০	১৫৭৪১১.৯০	১০৮৬৮৫.৩০	১২৩১০৯.৮০
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	২৫৫১.৯০	৩২১৮.১০	৩৪৩৫.৬০	৩৮৯৩.৪০	৩৬২০.২০	৪১৮২.৫০
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	১৩৭৬৪.৯০	১৮৯৫২.৩০	১৬০৭৩.৯০	৬১৮৪৭.২০	৫৬২৬৯.০০	১১৭১০৪.৩০
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানত গ্রহণকারী সংস্থার নিকট	৫৩৪২.৫০	৫৮৩৮.৭০	৫৯৩৫.৯০	৭৩৫১.৫০	৬৯৩১.৪০	৮৪৪৫.২০
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৬৫৩৩৩.৯০	-৬৪১৪০.১০	-৮০৯৭১.০০	-১৩৪৪১৬.৩০	-১১০২২২.৪০	-১২৯৭২৭.১০
৩. রিজার্ভ মুদ্রা (১+২)	২৮৪৪৮৩.৪০	৩৪৮০৭১.৮০	৩৪৭১৬২.১০	৩৮৩৫৮৫.২০	৩৫০৩৪৬.৯০	৩৫২৮৫৮.৩০
শতকরা পরিবর্তন (শতাংশ)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	১১.২২	২৮.২৭	-৫.২২	-১৭.৩৩	-১৮.৯৭	-১৯.৪১
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-৮৫.৮৫	১১০৯.৯৮	-৯৬.৮৪	-১৬২৩২.৯২	-৩২১.০৯	৮৮.৫৮
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা	৪৫.৭৯	-২৮.৯৮	৭৭.৪৫	১৮৬.৭৮	৪৩৩.৫৬	৪৪.০৬
ক.১. সরকারের নিকট	৩৫.০৪	-৫৮.৯৬	২১৭.৭৮	১৮৬.৫৭	১২৪৮.৭০	১৩.২৭
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	৭.২০	২৬.১১	৬.৭৬	১৩.৩৩	৩.৮৭	১৫.৫৩
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	১৫৫.৫৩	৩৭.৬৯	-১৫.১৯	২৮৪.৭৭	২৬১.০৯	১০৮.১২
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানত গ্রহণকারী সংস্থার নিকট	১১.৫৫	৯.২৯	১.৬৬	২৩.৮৫	২০.২০	২১.৮৪
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	১৯.৩২	-১.৮৩	২৬.২৪	৬৬.০১	৭৬.৫৮	১৭.৭০
৩. রিজার্ভ মুদ্রা	১৫.৫৬	২২.৩৫	-০.২৬	১০.৪৯	৮.৭১	০.৭২

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ১৮৬.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে ২১৭.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ২৮৪.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৫.১৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। ২০২৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ১৩.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১২৪৮.৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ১০৮.১২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ২৬১.০৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মুদ্রার গুণক (Money Multiplier)

২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে রিজার্ভ মুদ্রার তুলনায় ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ায় মুদ্রা গুণক জুন ২০২৩ শেষে জুন ২০২২ শেষের গুণক ৪.৯২০ এ স্থির ছিল। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে মুদ্রা গুণক আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৪৪১ এ দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাস শেষে রিজার্ভ-আমানত অনুপাত (Reserve-Deposit Ratio) এবং মুদ্রা-আমানত অনুপাত (Currency-Deposit Ratio) দাঁড়ায় যথাক্রমে ০.০৫৭ ও ০.১৫৫।

মুদ্রার আয় গতি (Income Velocity of Money)

মুদ্রার আয় গতি বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে দাঁড়ায় ২.৩৫ শতাংশ, যা ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে ছিল ২.৩৩ শতাংশ । সারণি ৫.৫ এবং লেখচিত্র ৫.৩-এ যথাক্রমে মুদ্রার আয় গতি ও জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা দেখানো হলো।

সারণি-৫.৫: মুদ্রার আয় গতি

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর	চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)#	ব্যাপক মুদ্রা (M২) (জুন শেষে)	মুদ্রার আয় গতি (GDP/M২)	জিডিপি'র শতকরা হিসাবে ব্যাপক মুদ্রা
২০১৫-১৬	২০৭৫৮.২০	৯১৬৩.৮০	২.২৭	৪৪.১৫
২০১৬-১৭	২৩২৪৩.১০	১০১৬০.৮০	২.২৯	৪৩.৭২
২০১৭-১৮	২৬৩৯২.৫০	১১০৯৯.৮০	২.৩৮	৪২.০৬
২০১৮-১৯	২৯৫১৪.৩০	১২১৯৬.১০	২.৪২	৪১.৩২
২০১৯-২০	৩১৭০৪.৭০	১৩৭৩৭.৪০	২.৩১	৪৩.৩৩
২০২০-২১	৩৫৩০১.৮০	১৫৬০৯.০০	২.২৬	৪৪.২২
২০২১-২২	৩৯৭১৭.২০	১৭০৮১.২০	২.৩৩	৪৩.০১
২০২২-২৩	৪৪৩৯২.৭০	১৮৮৭১.৭০	২.৩৫	৪২.৫১
২০২৩-২৪সা	--	১৯১৯৮.১০	--	--

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিবিএস।
#= (ভিত্তি: ২০১৫-১৬)
সা =সাময়িক তথ্য ফেব্রুয়ারি'২৪ শেষে

লেখচিত্র ৫.৩: জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা

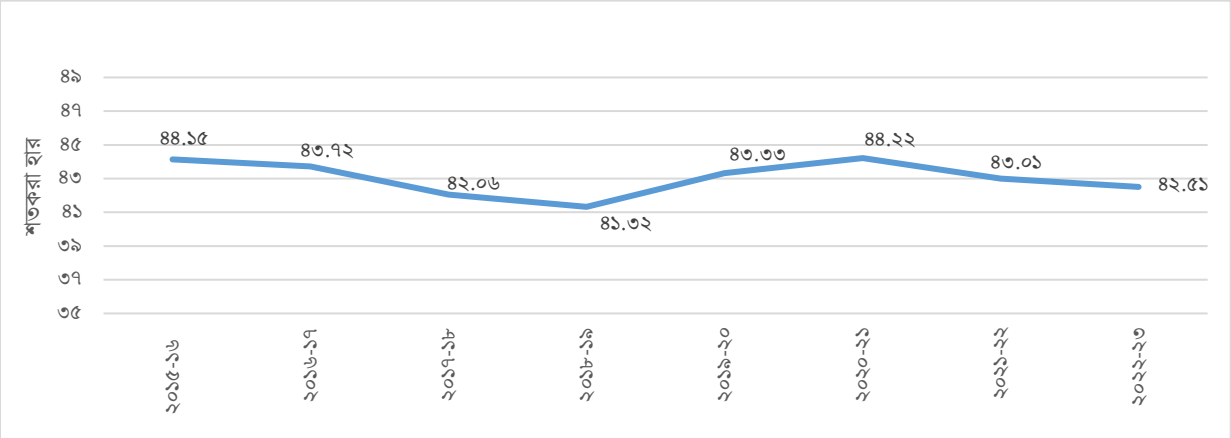

সুদহার পরিস্থিতি

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঋণের বাজারভিত্তিক সুদহার ব্যবস্থা প্রবর্তনের অন্তর্বর্তীকালীন পদক্ষেপ হিসেবে ১ জুলাই ২০২৩ তারিখ থেকে SMART (Six Months Moving Average Rate of Treasury Bill) এর সাথে নির্ধারিত মার্জিন যোগ করে সুদহার নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং পরবর্তীতে ৮ মে ২০২৪ তারিখে তা প্রত্যাহার করে ব্যাংকখাতে ঋণের চাহিদা ও ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান সাপেক্ষে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ বাজারভিত্তিক সুদহার নির্ধারণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তাছাড়া আমানতের সুদহারের নিম্নসীমার আবশ্যকতা না থাকার প্রেক্ষাপটে সংগৃহীত আমানতের সুদহার ব্যাংকের স্বীয় বিবেচনায় নির্ধারণের জন্যও নির্দেশনা দেয়া হয়। এছাড়া, বাজার ভিত্তিক ঋণ সুদহার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যতায় ঋণ ও আমানতের সুদহার বর্তমানে যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা সম্ভব হওয়ার প্রেক্ষিতে Intermediation Spread-এর বাধ্যতামূলক সীমা নির্ধারণের আবশ্যকতা সংক্রান্ত নির্দেশনা রহিত করা হয়েছে।

মূল্যস্ফীতি হ্রাসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নীতি সুদহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা, আমদানি ব্যয়জনিত কারণে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তারল্য চাপ থাকা, ঋণের সুদহার বাজারমুখী ও প্রতিযোগিতাপ্রবণ হওয়া এবং ঋণ ও আমানতের সুদহার পরিসীমা প্রত্যাহারের কারণে সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকে ঋণ ও আমানতের সুদহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলতঃ জুন'২৩ পরবর্তী সময়ে ঋণ এবং আমানত সুদহারে উর্ধ্বগামী ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ঋণের ভারিত গড় সুদহার ফেব্রুয়ারি'২৩ শেষের ৭.২৭ শতাংশ থেকে মোটামুটি স্থিতিশীল থেকে জুন'২৩ শেষে ৭.৩১ শতাংশে দাঁড়ায় এবং পরবর্তীতে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি'২৪ শেষে ১০.০৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই সাথে, ভারিত গড় আমানত সুদহার ফেব্রুয়ারি'২৩ শেষের ৪.৩১ শতাংশ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২৩ শেষে ৪.৩৮ শতাংশে দাঁড়ায় এবং পরবর্তীকালে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি'২৪ শেষে ৫.০১ শতাংশে পৌঁছায়। ফেব্রুয়ারি'২২ থেকে ফেব্রুয়ারি'২৪ পর্যন্ত মাসভিত্তিক ভারিত গড় ঋণ ও আমানত সুদহার এবং সুদহার বিস্তৃতি (Spread) লেখচিত্র-৫.৪-এ দেখানো হলো।

লেখচিত্র ৫.৪: ভারিত গড় ঋণ ও আমানত সুদ হারের গতিধারা

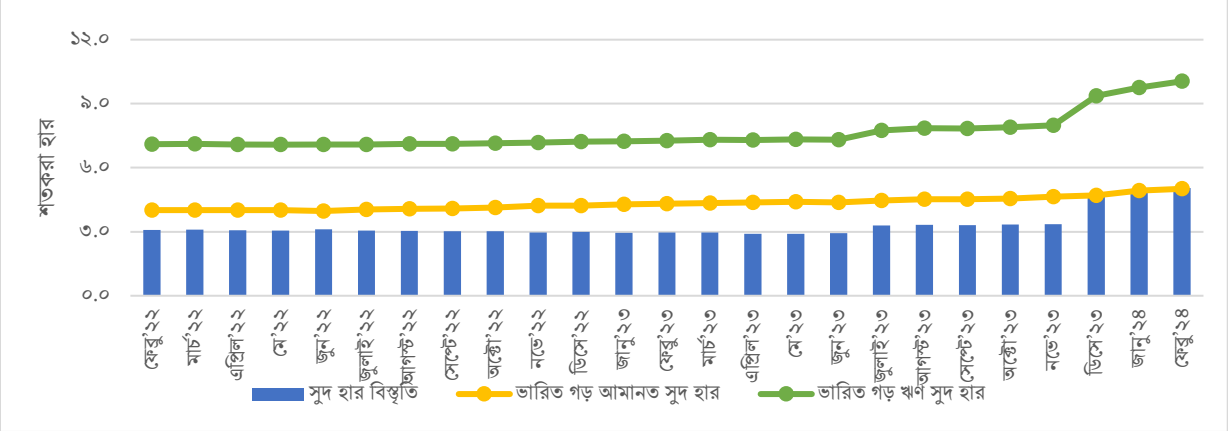

আর্থিক বাজার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের আর্থিক বাজার মূলতঃ ব্যাংক, ব্যাংক বহির্ভূত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজিবাজার নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, হাউজ বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন।

ব্যাংকিং খাত

ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৬১টি তফসিলি ব্যাংক রয়েছে, যার মধ্যে ৬টি রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৩টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৪৩টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক। এছাড়া, তফসিলভুক্ত নয় এমন ৫টি ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ব্যাংকগুলো হলো-আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, জুবিলী ব্যাংক এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ শেষে ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী তফসিলভুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো এবং ডিসেম্বর ২০২৩ শেষে সম্পদের শতকরা অংশ ও মোট আমানতের শতকরা অংশ সারণি-৫.৬ দেখানো হলো।

সারণি ৫.৬: বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো

(ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ শেষে)

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা				মোট সম্পদের শতকরা অংশ*	মোট আমানতের শতকরা অংশ*
		শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	ওভারসিজ	মোট		
১। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬	১৭৯৯	২০৩৬	০৬	৩৮৪১	২৩.৩৭	২৪.৬৮
২। বিশেষায়িত ব্যাংক	৩	৩১২	১২২৯	০০	১৫৪১	২.৩৩	২.৭৮
৩। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪৩	৩৮৯২	১৯৫৭	০১	৫৮৫০	৬৮.৬৫	৬৭.৬৩
৪। বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৯	৬২	০১	০০	৬৩	৫.৬৬	৪.৯১
মোট	৬১	৬০৬৫	৫২২৩	০৭	১১২৯৫	১০০	১০০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, *ডিসেম্বর ২০২৩ শেষে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান।

ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত তথ্যানুযায়ী মোট ৬১টি তফসিলি ব্যাংক ১১,২৯৫টি শাখার মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। মোট ব্যাংক শাখার মধ্যে শহর, গ্রামাঞ্চল এবং বিদেশে অবস্থিত শাখার সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ৬,০৬৫টি, ৫,২২৩টি এবং ০৭টি। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত তথ্যানুযায়ী ব্যাংক ব্যবস্থার মোট সম্পদের ৬৮.৬৫ শতাংশ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ২৩.৩৭ শতাংশ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ২.৩৩ শতাংশ বিশেষায়িত ব্যাংক এবং ৫.৬৬ শতাংশ বিদেশি ব্যাংকের নিকট রয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যাংক ব্যবস্থার মোট আমানতের ৬৭.৬৩ শতাংশ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে, ২৪.৬৮ শতাংশ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকে, ২.৭৮ শতাংশ বিশেষায়িত ব্যাংকে এবং ৪.৯১ শতাংশ বিদেশি ব্যাংকে রক্ষিত রয়েছে।

ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৩৫টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান সর্বমোট ২৭০টি শাখার মাধ্যমে দেশের ৪০টি জেলায় আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শাখাসমূহের মধ্যে ৭৬টি শাখা ঢাকা জেলায় এবং অবশিষ্ট ১৯৪টি শাখা ৩৯টি জেলায় অবস্থিত। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১২,৮৯৯.৩৫ কোটি টাকা। তন্মধ্যে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৯,০৯১.৭৫ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২৩ ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ার হোল্ডার'স ইক্যুইটির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪১৫.৪৪ কোটি টাকা, মোট সম্পদ ৯৮,৯২৭.০৪ কোটি টাকা এবং মোট আমানতের পরিমাণ ৪৭,৭৬৫.৯৬ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট বিতরণকৃত ঋণ/লিজের পরিমাণ ৭২,৮০৬.৪৪ কোটি টাকা টাকা, যার মধ্যে মোট শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ২১,৬৫৮.১৪ কোটি টাকা, যা মোট ঋণ/লিজের ২৯.৭৫ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রোডাক্ট গাইডলাইন্স, কস্ট অব ফান্ড বা বেজ রেট নির্ণয় পদ্ধতি, মূলধন পর্যাপ্ততা ও বাজার শৃঙ্খলা বিষয়ক গাইডলাইন্স, সমন্বিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালাসহ কর্পোরেট সুশাসন বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া, সময়ের চাহিদা পূরণকল্পে অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনাকারী ফাইন্যান্স কোম্পানীর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ রহিত করে ফাইন্যান্স কোম্পানী আইন, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

আরো উল্লেখ্য, ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের আমানত সংগ্রহ ও ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বাজারভিত্তিক সুদহার ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, হিসাবরক্ষণ, রিপোর্টিং এবং কোর বিজনেস সিস্টেম ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিন্নতা আনয়ন ও ন্যূনতম মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের CBS এর জন্য আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে Guidelines on Core Business Solution প্রণয়ন করা হয়েছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion)

প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় উন্নয়নশীল দেশের এগিয়ে চলার জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি একটি অন্যতম হাতিয়ার। দেশের টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক সেবা বঞ্চিত ও তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনসাধারণকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ সংযোজনী ৫.১ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

বাংলাদেশ ব্যাংক এর সংস্কার

বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে অধিকতর সুসংহত করার মাধ্যমে স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ০১ জুলাই ২০১৫ হতে ৩১ মার্চ ২০২১ মেয়াদে 'ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)' বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA)-এর সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়িত Financial Sector Support Project (FSSP)-এর আওতায় Long Term Financing Facility (LTFF)-এর সফল বাস্তবায়নের পর বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের বেসরকারি খাত, বিশেষ করে রপ্তানিমুখী উৎপাদনশীল শিল্পে অনুরূপ দীর্ঘ মেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে সংগতি রেখে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য উৎপাদনশীল খাতকে উৎসাহিত করা এ নতুন কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য।

উল্লেখ্য, Bangladesh Bank Long Term Financing Facility (BB-LTFF) শীর্ষক নতুন এই কর্মসূচিতে মার্কিন ডলারে ঋণ প্রদান করা হয়। আরো উল্লেখ্য যে, LTFF কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ২৭৩.৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে উক্ত LTFF এর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে (বাংলাদেশ ব্যাংক এর অংশ ব্যতীত) প্রাপ্ত কিস্তি দিয়ে BB-LTFF এর তহবিল গঠন করা হয়েছে এবং LTFF হতে ভবিষ্যতে প্রাপ্য কিস্তিসমূহ এই তহবিলে যোগ হবে। গত ১৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের জন্য BB-LTFF সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, BB-LTFF এ অংশগ্রহণের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ২৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি (PFI) স্বাক্ষর করেছে।

আইনগত সংস্কার

খেলাপি ঋণ হ্রাসকরণ, ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ, ব্যাংকের স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ, পরিচালকের নিয়োগ ও দায়-দায়িত্ব, সাধারণ পরিচালক নিয়োগে বাধা-নিষেধ, পরিচালক ও তাদের পরিবারের সদস্যগণের ঋণ, ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সাথে লেনদেন, পরিচালক নিয়োগ ও অপসারণ, ব্যাংকের পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্তৃক সংঘটিত অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষতিপূরণ প্রদান, জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্তিকরণ, সাবসিডিয়ারি ও ফাউন্ডেশনের পরিদর্শন ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান এবং ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অধিকতর শৃঙ্খলা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্যাংক-কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০২৩ এ ৭৭ক নম্বর ধারাটি নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে।

উক্ত ধারায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দ্রুত ও আগাম সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ (Prompt Corrective Action), সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক তার পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা দাখিল ও বাস্তবায়ন (Recovery Action Plan) এবং বিদ্যমান ব্যাংক-কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ এর বিধান ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিতব্য নির্দেশনা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক একত্রীকরণ, দুর্বল ব্যাংকের পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে বিধান সংযোজন করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ০৫ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে ব্যাংক-কোম্পানীর বিষয়ে দ্রুত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, পুনরুদ্ধার, একত্রীকরণ, পুনর্গঠন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত 'Prompt Corrective Action (PCA) Framework' শীর্ষক সার্কুলার জারি করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, প্রত্যেক ব্যাংককে নিজ নিজ পর্ষদের অনুমোদনক্রমে রিকভারি প্ল্যান প্রস্তুত করে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে 'Recovery Plan for Banks' সম্পর্কিত সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

তাছাড়া, ব্যাংকিং খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২৩ সালে ব্যাংক-কোম্পানী আইনে অধিকতর সংশোধনীর পরিপ্রেক্ষিতে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের গঠন এবং পরিচালকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য' সম্পর্কিত সার্কুলার জারি করা হয়েছে। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালকদের ন্যূনতম বয়স হতে হবে ৩০ বছর, ১৮ বছর বয়সের আগে কোন অভিজ্ঞতা দেখালে তা গ্রহণযোগ্য হবে না; ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানী এবং উক্তরূপ কোম্পানীসমূহে কোনো সাধারণ পরিচালক থাকতে পারবে না। তাছাড়া উক্ত সার্কুলারে শৃঙ্খলা ও সুশাসন সম্পর্কিত আরও কতিপয় নির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে।

সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ও পেশাগতভাবে দক্ষ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ গঠন করার জন্য কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০২৩ এর ১৫(৯) ধারার বিধান অনুসরণে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক এর মাধ্যমে 'ব্যাংক-কোম্পানীতে 'স্বতন্ত্র পরিচালক' নিয়োগ এবং তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সম্মানী' সম্পর্কিত একটি সার্কুলার জারি করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিযুক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের ব্যবস্থাপনা বা ব্যবসায়িক বা পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তাছাড়া স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ন্যূনতম বয়স হবে ৪৫ বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স হবে ৭৫ বছর।

ব্যাংকিং খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একজন উপযুক্ত, পেশাগতভাবে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'ব্যাংক-কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ/নিযুক্তি এবং তাঁর দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত নীতিমালা' সম্পর্কিত সার্কুলার জারি করা হয়। উক্ত সার্কুলার মোতাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে কমপক্ষে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা, ন্যূনতম বয়স ৪৫ বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স ৬৫ বছর এবং নিয়োগের মেয়াদ হবে সাধারণভাবে ৩ বছর।

ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় অধিকতর সুশাসন নিশ্চিত করা এবং আমানতকারীগণের স্বার্থ রক্ষার্থে ৩ মার্চ ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক এর মাধ্যমে ব্যাংকের 'ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে নিয়োগ/নিযুক্তির পূর্বে যোগ্যতা ও উপযুক্ততা মূল্যায়ন বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কমিটি' সম্পর্কিত একটি সার্কুলার লেটার জারি করা হয়েছে। তাছাড়া খেলাপী ঋণ পরিস্থিতির উন্নয়নসহ ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং আর্থিক খাতে অধিকতর শৃঙ্খলা ও সুশাসন সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখে একটি সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংস্কার

পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো (বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি ব্যতীত) সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর করেছে। সমঝোতা স্মারকের আওতায় ব্যাংকগুলোর দায়-সম্পদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অর্জন, শ্রেণিকৃত ঋণ হ্রাসকরণ, শ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে নগদ আদায় নিশ্চিতকরণ, পরিচালন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, উচ্চ সুদবাহী আমানত কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় হ্রাসকরণ, ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণসহ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মান জোরদারকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্পদের গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারকে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ফরেন ডকুমেন্টারি বিল ফর পারচেজসহ ফোর্সড/পিএডি/ডিমান্ড লোন সৃষ্টি এবং দীর্ঘমেয়াদে পুনঃতফসিলকরণের ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া, সমঝোতা স্মারকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা/শর্ত পরিপালন/বাস্তবায়নের অগ্রগতি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য (CMSME ব্যতীত) সরকার ঘোষিত ৩০,০০০ কোটি টাকার ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার আওতায় ব্যাংকসমূহের তারল্য সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে 'বৃহৎ শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' নামে ১৫ হাজার কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়। উক্ত স্কিমের আওতায় ৪৪টি ব্যাংক ও ৮টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ১১,৩২০.৯০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করেছে। তাছাড়া ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৬ক ধারায় ২০২৩ সালে আনীত সংশোধনী অনুসারে ব্যাংক-কোম্পানী কর্তৃক পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বন্ড, ডিবেঞ্চার ও ইসলামিক শরীয়াহ ভিত্তিক নিদর্শনপত্র নির্ধারিত বিনিয়োগসীমা (Exposure Limit)-এর জন্য নির্দিষ্টকৃত বিনিয়োগ কোষের অন্তর্ভুক্ত হবে না মর্মে বিধান জারি করা হয়েছে। সুসংহত ও ঝুঁকি সহনশীল ব্যাংকিং খাত বিনির্মাণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে ব্যাসেল-৩ নীতিমালা বাস্তবায়ন করছে। ব্যাসেল-৩ নীতিমালার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি সংযোজনী ৫.২-এ দেয়া হলো।

পেমেন্ট সিস্টেমস্-এর অগ্রগতি

আর্থিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে একটি নিরাপদ ও দক্ষ পেমেন্ট সিস্টেমস্-এর গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে একটি জনস্বার্থমুখী আধুনিক, কার্যকর ও পুঁজি

গঠনে সহায়ক পেমেন্ট সিস্টেমস্ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংযোজনী ৫.৩ এ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম সংযোজনী ৫.৪-এ উল্লেখ করা হলো।

পুঁজি বাজার

পুঁজি বাজারের সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) আইন ও বিধিবিধান সংস্কারসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সময়ে বিএসইসি কর্তৃক গৃহীত কতিপয় কার্যক্রমসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

- কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (Commodity Exchange) এর কার্যক্রম চালুকরণের বিষয়ে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি প্রদত্ত প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়েছে। এ বিষয়ে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- বাজার মধ্যস্থতাকারী ব্রোকার/ডিলার, মার্চেন্ট ব্যাংক, সম্পদ ব্যবস্থাপক, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি ও সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ানের জন্য অনলাইন রিপোর্ট সাবমিশন সিস্টেম, বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে Customer Complaint Address Module (CCAM), সরকারি বিভিন্ন এজেন্সী কর্তৃক চাহিত তথ্যাদি দ্রুত সরবরাহের লক্ষ্যে External Data Request Processing (EDRP) প্রতিষ্ঠা ও চালু করা হয়েছে;
- জনসাধারণের মধ্যে আর্থিক সাক্ষরতা ও বিনিয়োগ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর অক্টোবর মাসে "বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ" পালন করা হচ্ছে।

বাজার পরিস্থিতি

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) পিএলসি

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০২৩ সালের জুন মাসের ৬৫৩টি থেকে বেড়ে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ৬৫৮টি-তে দাঁড়ায়। ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,৩৬,৭৭২.৪৪ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০২৩ এর তুলনায় ৪.৫৫ শতাংশ বেশী। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭,৭২,০৭৮.০৪ কোটি টাকা, যা ১.৪৭ শতাংশ কমে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৭,৬০,৭২৩.৪৮ কোটি টাকায়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি'র ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০২৩ সালের জুন শেষে ছিল ৬,৩৪৪.০৯ পয়েন্ট যা ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ১.৪১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৬,২৫৪.৫৪ পয়েন্টে। ডিএসই'র মূল্য-আয় অনুপাত (পি/ই) ২৯ ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে দাঁড়ায় ১২.৯৮ এ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩) ছিল ১৪.৩৩।

সারণি ৫.৭: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/মাস	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও ডিবেঞ্চারসহ)	আইপিও সংখ্যা **	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স)
২০১২-১৩	৫২৫	১৫	৯৮,৩৫৮.৯৭	২৫৩,০২৪.৬০	৮৫,৭০৮.৯৭	৪,১০৪.৬৫
২০১৩-১৪	৫৩৬	১৩	১০৩, ২০৭.৬৪	২৯৪,৩২০.২৩	১১২,৫৩৯.৮৪	৪,৪৮০.৫২
২০১৪-১৫	৫৫৫	১৬	১০৯,১৯৫.০৫	৩২৪,৭৩০.৬০	১১২,৩৫১.৯৫	৪,৫৮৩.১১
২০১৫-১৬	৫৫৯	১১	১১২,৭৪১.০০	৩১৮,৫৭৪.৯৩	১০৭,২৪৬.০৭	৪,৫০৭.৫৮
২০১৬-১৭	৫৬৩	৯	১১৬,৫৫১.০৮	৩৮০,১০০.১০	১৮০,৫২২.২১	৫,৬৫৬.০৫
২০১৭-১৮	৫৭২	১১	১২১,৯৬৬.৫১	৩৮৪,৭৩৪.৭৮	১৫৯,০৮৫.১৯	৫,৪০৫.৪৬
২০১৮-১৯	৫৮৪	১৫	১২৬,৮৫৭.৪৮	৩৯৯,৮১৬.৩৮	১৪৫,৯৬৫.৫৪	৫,৪২১.৬২
২০১৯-২০	৫৮৯	৫	১২৯,৯৮১.৪০	৩১১,৯৬৬.৯৮	৭৮,০৪২.৭৮	৩,৯৮৯.০৯
২০২০-২১	৬০৯	১৫	১৩৯,৭৩৪.৪০	৫১৪,২৮২.১৩	২৫৪,৬৯৭.০৪	৬,১৫০.৪৮
২০২১-২২	৬২৫	১৬	১৫২,১৫৯.২৮	৫১৭,৭৮১.৬৯	৩১৮,৬০৭.০২	৬,৩৭৬.৯৪
২০২২-২৩	৬৫৩	৯	৪১৭,৭৭৭.৮৯	৭৭২,০৭৮.০৪	১৯১,০৮৭.৪৭	৬,৩৪৪.০৯
২০২৩-২৪*	৬৫৮	৯	৪৩৬,৭৭২.৪৪	৭৬০, ৭২৩.৪৮	১০৭,৫২২.৮৩	৬,২৫৪.৫৪

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি ।*ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ।** আইপিও এর সংখ্যা তালিকাভুক্তির তারিখ অনুযায়ী নেয়া হয়েছে।

লেখচিত্র ৫.৫: ডিএসই'র বাজার মূলধন ও ব্রড ইনডেক্স এর গতিধারা

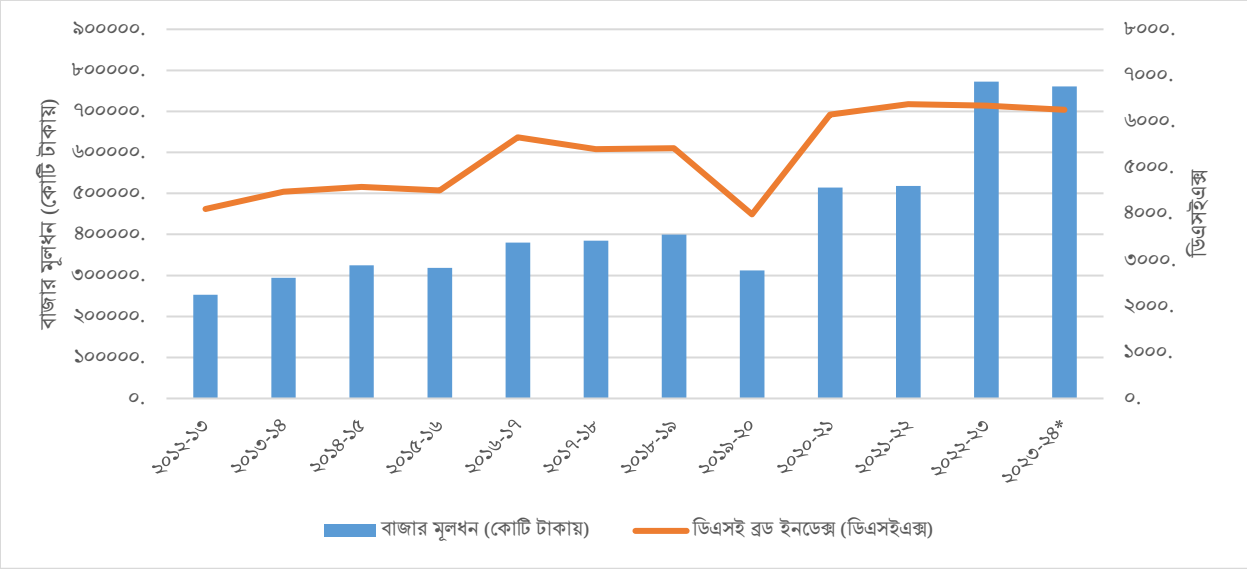

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি।
*ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) পিএলসি

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০২৩ সালের জুন মাসের ৬১৫টি থেকে বেড়ে ২০২৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি মাসে ৬৩৭টি-তে দাঁড়ায়। ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,৩৮,৯২৯.৫০ কোটি টাকায়, যা ৩০ জুন ২০২৩ এর ৪,১৭,০৭৮.৫৯ কোটি টাকার তুলনায় ৫.২৪ শতাংশ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭,৫৮,৫৫০.১৯ কোটি টাকা, যা ১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৭,৫৩,০০১.৩৬ কোটি টাকায়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এর সার্বিক মূল্য সূচক ২০২৩ সালের জুন শেষে ছিল ১৮,৭০২.২০ পয়েন্ট, যা ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তে ৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৭,৯২৮.৩৮ পয়েন্টে।

সারণি ৫.৮: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/মাস	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চারসহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজের লেনদেন এর পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সিএসই সার্বিক সূচক
২০১৬-১৭	৩০৩	৯	৬০,৬৫৭.২	৩,১১,৩২৪.২৯	১১,৮০৭.৫৩	১৫,৫৮০.৩৭
২০১৭-১৮	৩১২	১২	৬৫,৪০৫.৯১	৩,১২,৩৫২.১৭	১০,৯৮৫.০৬	১৬,৫৫৮.৫
২০১৮-১৯	৩২৬	১৬	৭১,২৮৯.৪৩	৩,২৯,৩৩০.২৮	৮,৪৮০.১৩	১৬,৬৩৪.২১
২০১৯-২০	৩৩২	৪	৭৩,৫৮৯.৭৬	২,৪৪,৭৫৬.৭১	৫৩,০৭.৮১	১১,৩৩২.৫৮
২০২০-২১	৩৪৮	১৪	৮৩,৩৬৫.২৬	৪,৩৮,৩৬৫.৩৩	১১,৬৯১.৩৮	১৭,৭৯৫.০৪
২০২১-২২	৩৮১	১২	১০২,৩৩৫.৭০	৪,৪৮,৪১৫.৯৩	১২,০৬৯.৮২	১৮,৭২৭.৫১
২০২২-২৩	৬১৫	১১	৪১৭,০৭৮.৫৯	৭,৫৮,৫৫০.১৯	৬,০৬৫.৫৮	১৮,৭০২.২০
২০২৩-২৪*	৬৩৭	১১	৪৩৮,৯২৯.৫০	৭,৫৩,০০১.৩৬	৩,৯৪০.৪১	১৭,৯২৮.৩৮

উৎস: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি। *২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৫.৬: সিএসই'র বাজার মূলধন ও সার্বিক সূচক এর গতিধারা

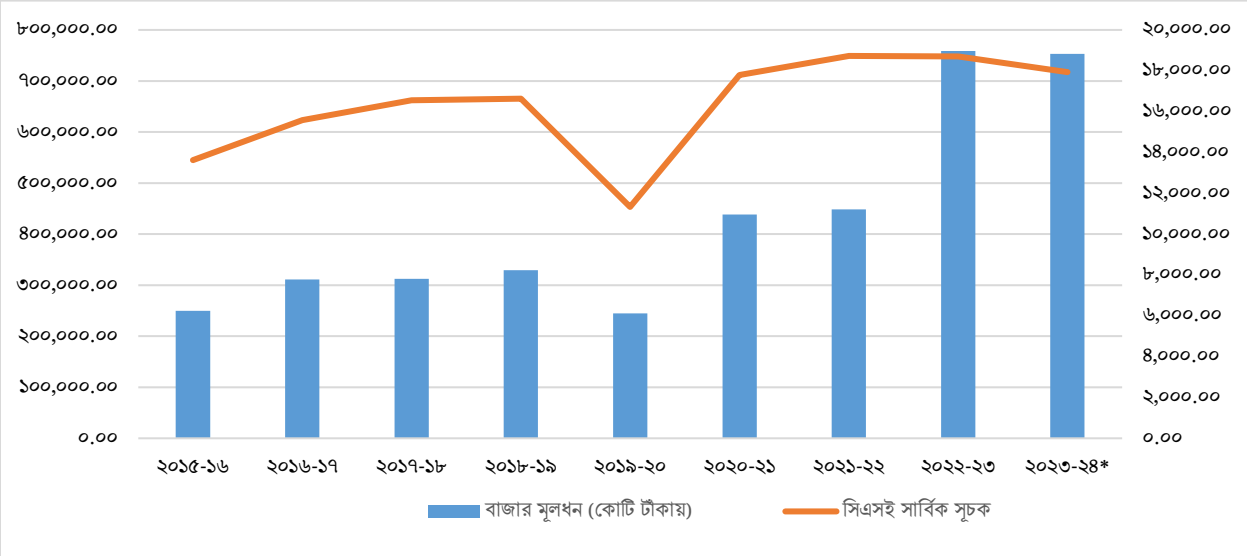

উৎস: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি।

*ফেব্রুয়ারি ২০২৪।

সংযোজনী ৫.১
আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion)

১। সমাজের সুবিধা বঞ্চিত এবং আর্থিক সেবা বহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য ন্যূনতম ১০/৫০/১০০ টাকা জমাকরণের মাধ্যমে কৃষক, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী, তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক, সকল প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ) ব্যক্তিসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের জন্য ব্যাংকে হিসাব খোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২। আর্থিক সেবা বঞ্চিত তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ১০ টাকার হিসাবধারী ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষকসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে অধিকতর গতিশীল করার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত হিসাবধারীদেরকে সহজতর শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে গঠিত ২০০.০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিলটি পুনর্গঠন করে পরবর্তীতে তা ৫০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ তহবিল হতে একজন গ্রাহক বার্ষিক ৭ শতাংশ সুদহারে এককভাবে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ এবং দলগতভাবে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ২০০.০০ কোটি এবং ৫০০.০০ কোটি স্কিমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭১১.০৩ কোটি টাকা।

৩। পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যাংকে জমাকরণ ও তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য ২০১৪ সালে চালুকৃত ১০ টাকার বিশেষ হিসাব খোলার নীতিমালাটি শিথিল করে পিতামাতা (Biological Parents) থাকা সত্ত্বেও পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোর এবং সংশ্লিষ্ট এনজিও মনোনীত প্রতিনিধির যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনার বিষয়টি পরিবর্তন করে বর্তমানে পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোর এবং তাদের পিতামাতার যে কোন একজন এর যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের নামে খোলা হিসাবের সংখ্যা এবং উক্ত হিসাবে জমাকৃত টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩৭,৭৯১টি এবং ১০৫.৯০ লক্ষ টাকা।

৪। চলমান আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় জনসাধারণের কাছে ব্যাংকিং সেবাকে ব্যয়-সাশ্রয়ী করার পাশাপাশি গ্রামীণ অঞ্চল, চরাঞ্চলসহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকার সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। আলোচ্য কার্যক্রম প্রসারের লক্ষ্যে এর অনুমোদন ও পরিচালনার জন্য সেপ্টেম্বর ২০১৭-তে একটি পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৩১টি ব্যাংককে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালুর জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং তারা এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত উক্ত ৩১টি ব্যাংকের ১৫,৭৫৭টি এজেন্ট কর্তৃক ২১,৬০১টি আউটলেটের আওতায় ২.১৪ কোটি হিসাবের মাধ্যমে সারাদেশে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে।

৫। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ১৮ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক ব্যাংকিং সেবা ও প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করানোর পাশাপাশি তাদের মাঝে শৈশব থেকেই সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং প্রবর্তন করে। এ কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সারা দেশের প্রতিটি জেলায় লিড ব্যাংক পদ্ধতিতে 'স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স' শিরোনামে আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচি (Financial Literacy Campaign) পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৬ সাল হতে প্রবর্তিত এসব স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্সে আর্থিক শিক্ষা বিষয়ক ডকুমেন্টারি ভিডিও, প্রেজেন্টেশন, কুইজ প্রতিযোগিতা ও নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে আর্থিক শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস চালানো হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সারাদেশে বিভিন্ন জেলায় ১৯টি স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স আয়োজন করা হয়েছে।

৬। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের নীতি নির্ধারকদের (কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানসমূহ) একটি সংস্থা হচ্ছে Alliance for Financial Inclusion (AFI)। বর্তমানে সারা বিশ্বের ৮৪টি দেশের মোট ৮৯টি প্রতিষ্ঠান AFI এর সদস্য হিসেবে কাজ করছে। ২০০৯ সালের জুন মাস থেকে এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক দায়িত্ব পালন করছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ২০১৬ সাল হতে AFI এর পরিচালনা পর্ষদের ভাইস চেয়ার ও এপ্রিল ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত চেয়ার হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে i) AFI Intergovernmental Organization Special Committee (IGOSC) এবং ii) AFI Gender Inclusive Finance Committee (GIFC)-শীর্ষক পরিচালনা পর্ষদের দুইটি কমিটিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক পর্যায়ের দুইজন কর্মকর্তা প্রতিনিধিত্ব করছেন। সূচনালগ্ন থেকেই AFI নেটওয়ার্কে বাংলাদেশ ব্যাংক তথা বাংলাদেশকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। AFI এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে Maya Declaration এ স্বাক্ষর করে এবং প্রতি বছর আর্থিক

অন্তর্ভুক্তি ও আর্থিক শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এ পর্যন্ত সর্বমোট ৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হয়েছে, যার ৪৭টি ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। AFI এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ২০২২ Maya Declaration Progress Report এ Maya Declaration Commitments এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ সফলভাবে অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০২২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংককে এশিয়া অঞ্চলের Regional Champion of Financial Inclusion হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

৭। আর্থিক সাক্ষরতা বিস্তারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০২২ সালে Financial Literacy Guidelines for Bank and Financial Institutions প্রণয়ন করা হয়, যার আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশব্যাপী আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি আয়োজন, আর্থিক স্বাক্ষরতা বিষয়ক থিমেটিক ক্যাম্পেইন উদযাপনসহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত গাইডলাইন বাস্তবায়নে ২০২৩ সালে (পাইলটিং বছর) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশব্যাপী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য ৯৪৪টি আর্থিক স্বাক্ষরতা প্রোগ্রাম আয়োজন সম্পন্ন করে।

৮। বাংলাদেশ ব্যাংক অস্থাবর সম্পত্তির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ৩০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বিশ্বব্যাংকের ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) এর সমন্বয়ে 'Secured Lending and Movable Collateral Registry Reform Project' নামক পাঁচ বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। স্থানান্তরযোগ্য কিংবা অস্থাবর সম্পদকে জামানত হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য অস্থাবর সম্পত্তি চিহ্নিতকরণ, জামানত হিসেবে এর মূল্য নির্ধারণ ও নিবন্ধন করা এ প্রকল্পের লক্ষ্য। তদপ্রেক্ষিতে, ২৬ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে সুরক্ষিত লেনদেন (অস্থাবর সম্পত্তি) আইন, ২০২৩ জাতীয় সংসদে পাস হয়। আইনটি প্রণয়নের ফলে জামানতযোগ্য সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহের ক্ষেত্রে জামানত সংক্রান্ত জটিলতা হ্রাস পেয়ে ঋণ গ্রহণের পথ প্রশস্ত হবে বলে আশা করা যায়।

৯। কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চলমান রাখা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে ৩,০০০ কোটি টাকার ৩ বছর মেয়াদি একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়। এ তহবিলের কমপক্ষে ২৫ শতাংশ ঋণ মহিলা সুবিধাভোগীদেরকে প্রদানের জন্য বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। সরাসরি ব্যাংকের গ্রাহকরা ৭ শতাংশ সুদে এবং MFI এর গ্রাহকরা ৯ শতাংশ সুদে এ তহবিল হতে ঋণ পেয়ে থাকেন। বাংলাদেশ ব্যাংক এ তহবিলের বিপরীতে ব্যাংকসমূহের নিকট হতে ০.৫০ শতাংশ সুদ নিয়ে থাকে এবং ব্যাংকসমূহ MFI এর নিকট হতে ৩.০ শতাংশ সুদ নিয়ে থাকে। এ তহবিলের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ৭,৮৯,১০৮ জন নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর অনুকূলে আবর্তনশীল পদ্ধতিতে মোট ৪৮২২.৯৮ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে। এ তহবিলের সুবিধাভোগীদের প্রায় ৮৭.২৪ শতাংশ ঋণগ্রহীতামহিলা। এ ঋণ সহায়তা প্রদানের ফলে সুবিধাভোগীদের আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড সচল রয়েছে।

১০। অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই আর্থিক খাতের উন্নয়ন এবং সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের লক্ষ্যে দেশের সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বল্প সুদে 'ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ' সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ০২ জুন ২০২২ তারিখে ১০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়, যা পরবর্তীতে ৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। এই সুবিধার ফলে, ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ডিজিটাল প্লাটফর্ম (এমএফএস, মোবাইল অ্যাপস, ই-ওয়ালেট ও ই-ব্যাংকিং ইত্যাদি) ব্যবহার করে জামানত ছাড়াই খুব অল্প সময়ের মধ্যে গ্রাহকদের ব্যাংকে যাওয়া ছাড়াই সর্বোচ্চ ০৬ মাস মেয়াদের জন্য ৫০০ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। ঋণ বিতরণ, আদায়সহ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ ঋণের বার্ষিক সুদহার সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংক চুক্তিবদ্ধ ব্যাংকসমূহের অনুকূলে বার্ষিক ১ শতাংশ সুদে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে থাকে। এ স্কিমের আওতায় ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ৩,৯৯,৫৪৯টি ক্ষুদ্র ঋণের বিপরীতে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে মোট ৪৮৫.৬৯ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

সংযোজনী ৫.২
ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন

সুসংহত ও ঝুঁকি সহনশীল ব্যাংকিং খাত বিনির্মাণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে ব্যাসেল-৩ নীতিমালার আওতায় মূলধন সংরক্ষণ ও তারল্যের মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ব্যাসেল-৩ নীতিমালা পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল এবং ডিসেম্বর ২০১৯ এ তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে। এতদপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাসেল কাঠামো বাস্তবায়নের আওতায় ডিসেম্বর ২০১৪ এ রোডম্যাপসহ মূলধন পর্যাপ্ততার সংশোধিত গাইডলাইন্স জারি করে। ব্যাংক খাতকে অধিকতর স্থিতিশীলতা প্রদানের পাশাপাশি এর ঝুঁকি সহনশীলতা বাড়ানো এবং ব্যাংকসমূহকে একক ও সামগ্রিকভাবে ভবিষ্যৎ ব্যাংকিং খাতে উদ্ভূত আর্থিক বা অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় প্রস্তুত করা ব্যাসেল-৩ এর মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনীয় কৌশল নির্ধারণপূর্বক তাদের ঝুঁকির প্রকৃতি ও পরিমাণ বিবেচনা করে ন্যূনতম ও পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণ করে।

ব্যাসেল-৩ নীতিমালায় ব্যাংকসমূহের জন্য সংরক্ষিতব্য মূলধনের পরিমাণ বাড়ানোর পাশাপাশি মূলধনের গুণগত মান বাড়ানোর উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ব্যাংকসমূহকে ন্যূনতম মূলধনের কমপক্ষে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ করতে হয় যার মধ্যে Tier-1 মূলধন ৬ শতাংশ। ব্যাংকসমূহ ব্যাসেল-৩ এর আওতায় ন্যূনতম মূলধনের অতিরিক্ত হিসেবে আপৎকালীন সুরক্ষা তহবিল (Capital Conservation Buffer) সংরক্ষণ করে। এ বাফার সংরক্ষণ ২০১৬ সাল হতে ০.৬২৫ শতাংশ হারে শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০১৯ এ ২.৫০ শতাংশ নির্ধারিত হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকসমূহের জন্য ২.৫০ শতাংশ হারে CCB সংরক্ষণ করার নির্দেশনা রয়েছে। বেসরকারি খাতে অতিরিক্ত ঋণ প্রবৃদ্ধির সময়কালীন ব্যাংক খাতকে রক্ষার জন্য ব্যাসেল-৩ এর Macroprudential খাত বিশেষত ঝুঁকিরোধক মূলধন তহবিল Countercyclical Capital Buffer (CCyB) বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২৩ সময় পর্যন্ত ৪২টি ব্যাংক ২.৫০ শতাংশ হারে CCB সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

ব্যাংকিং খাতে Internal Ratings Based (IRB) অ্যাপ্রোচ এর দিকে ধাবিত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক 'Guidelines on Internal Credit Risk Rating System (ICRRS)' সম্পর্কিত নির্দেশিকা জারি করে এবং ব্যাংকসমূহের ঋণঝুঁকির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে এতদসংশ্লিষ্ট 'ফিন্যান্সিয়াল মডেল' প্রস্তুত করে। এদিকে, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাবের কারণে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণসহ স্বল্প সুদে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে, Stimulus Package এর আওতায় ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ICRRS এর মানদণ্ড পরিপালন হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৪/২০২১ এর মাধ্যমে ICRRS এর মানদণ্ড Unacceptable এর ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫৫ শতাংশ এবং বিআরপিডি সার্কুলার নং- ০৭/২০২২ এর মাধ্যমে তা আরও কমিয়ে ৫০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং- ০২/২০২৪ এর মাধ্যমে ICRRS এর মানদণ্ড Unacceptable এর ক্ষেত্রে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত পুনরায় ৫০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়।

ব্যাসেল-৩ এর আলোকে তফসিলি ব্যাংকসমূহ মার্চ ২০১৫ হতে মূলধন পর্যাপ্ততার প্রতিবেদন/বিবরণী দাখিল করছে। সেপ্টেম্বর ২০২৩ শেষে ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের তুলনায় গড় মূলধন পর্যাপ্ততার হার (CRAR) ১১.০৮ শতাংশ এবং Common Equity Tier-1 (CET-1) অনুপাত ৭.৩৫ শতাংশ পরিলক্ষিত হয় যা সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতে প্রয়োজনীয় ব্যাসেল-৩ নীতিমালার ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত পরিপালিত হয়েছে। তবে, ৬১টি ব্যাংকের মধ্যে ৫১টি ব্যাংক ব্যাসেল-৩ নীতিমালার আওতায় ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের তুলনায় গড় মূলধন পর্যাপ্ততার হার (CRAR) এবং ৫২টি ব্যাংক প্রয়োজনীয় মূলধন সংরক্ষণের হার (CET-1) পরিপালন করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাসেল-৩ এর পিলার-২ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ব্যাংকগুলোর Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) বাস্তবায়নে কাজ করছে। ICAAP এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলো সকল বস্তুগত ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ/নিজস্ব পদ্ধতি এবং কৌশল বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক Supervisory Review Evaluation Process (SREP) পরিদর্শনকালে ব্যাংকগুলোর ICAAP রিপোর্ট পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে। ব্যাসেল-৩ এর আওতায়

পিলার-২ বাস্তবায়নে ব্যাংকের বিভিন্ন ঝুঁকিসমূহের বিপরীতে সংরক্ষিত মূলধন পর্যাপ্ততা নির্ণয়ে অসামঞ্জস্যতা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ঘাটতি দূরীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগকে অবহিত করার জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়া, Bi-monthly SRP meeting আয়োজনকরত এর কার্যবিবরণী প্রেরণ করার জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয়।

ব্যাংকসমূহের সাথে ২০২১ ভিত্তিক SRP-SREP সভা ও ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৭টি ব্যাংকের ব্যাসেল-৩ নীতিমালার অন্তর্গত পিলার ১ ও পিলার ২ এর আওতাভুক্ত ঝুঁকির বিপরীতে পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় মূলধন ঘাটতি ছিল। এছাড়া, ব্যাংকগুলোর সাথে ২০১৮, ২০২০ এবং ২০২১ সাল ভিত্তিক অনুষ্ঠিত সভার অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, পিলার-২ ঝুঁকিসমূহের Residual Risk, Strategic Risk ও Core Risk এর গুণগত ব্যবস্থাপনা ছিল ব্যাংকগুলোর জন্য প্রধান উদ্বেগের বিষয়। তন্মধ্যে Residual Risk (যা মূলত ঋণের Documentation Error হতে উদ্ভূত) এর বিপরীতে সংরক্ষিত মূলধনের পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ।

সংযোজনী ৫.৩
পেমেন্ট সিস্টেমস্-এর অগ্রগতি

আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা এবং কার্যকারিতার জন্য একটি নিরাপদ এবং দক্ষ পেমেন্ট সিস্টেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজি গঠনে সহায়ক পেমেন্ট সিস্টেম প্রতিষ্ঠা ও ব্যাংকিং সেবার আওতাভুক্ত জনগণের লেনদেন ও নিষ্পত্তি সেবা সহজীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক চারটি আন্তঃব্যবহারযোগ্য পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম তথা বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (বিএসিপিএস), বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন), ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি) ও ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম (আইডিটিপি) চালু করেছে। এছাড়া, বৃহৎ মূল্য (এক লক্ষ ও ততোধিক) তৎক্ষণাৎ পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (বিডি-আরটিজিএস) সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জুলাই'২৩ হতে ফেব্রুয়ারি'২৪ পর্যন্ত বিএসিপিএস এর মাধ্যমে উচ্চমূল্যের চেকের প্রায় ৯.৫৯ লক্ষ কোটি এবং নিয়মিত মূল্যের চেকের প্রায় ৬.২৭ লক্ষ কোটি টাকা পরিশোধের বিষয় নিষ্পত্তি করা হয়। একই সময়ে, ইলেকট্রনিক উপায়ে বিইএফটিএন ব্যবস্থায় ডেবিট ও ক্রেডিট নির্দেশে প্রায় ৫.৬৭ লক্ষ কোটি টাকার লেনদেন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। জুলাই'২৩ হতে ফেব্রুয়ারি'২৪ এনপিএসবি ব্যবস্থায় প্রায় ১৭৮.৩৪ হাজার কোটি টাকার লেনদেন এবং আরটিজিএস এ প্রায় ৩৮.৯৩ লক্ষ কোটি টাকার নির্দেশ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

মোবাইল প্রযুক্তি ভিত্তিক মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) এর মাধ্যমে বর্তমানে নয়টি ব্যাংক, তিনটি ব্যাংকের অঙ্গসংস্থাসহ এমএফএস প্রতিষ্ঠান 'নগদ' বিকল্প লেনদেন-পরিষেবা সরবরাহ করছে। ব্যক্তিক লেনদেনের পাশাপাশি মোবাইল হিসাবের মাধ্যমে মার্চেন্ট পেমেন্ট দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। জানুয়ারি ২০২৪ এর তথ্য অনুযায়ী, মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস এর আওতায় মোট এজেন্ট সংখ্যা ১৭.৩৯ লক্ষ এবং নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ২১.৯১ কোটি, যার মধ্যে সক্রিয় হিসাবের সংখ্যা প্রায় ৮.৩৭ কোটি। উল্লিখিত সময়কালে, এমএফএস এর মাধ্যমে গড়ে প্রতিদিন লেনদেনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪.১৭ হাজার কোটি টাকা।

পেমেন্ট সিস্টেম এর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম:

- ই-কমার্স বা অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেমস অপারেটর (পিএসও) হিসেবে অদ্যাবধি ৮টি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে, তন্মধ্যে ৭টি প্রতিষ্ঠান Payment Gateway ও Payment Aggregator সেবা প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে;
- E-Wallet সেবা প্রদানের জন্য ৫টি অ-ব্যাংক প্রতিষ্ঠানকে পিএসপি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। জনগণের নিকট আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেম সুবিধা সহজলভ্যকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক White Label ATM and Merchant Acquiring Services (WLAMA) ও 'Bangla QR' কোড ভিত্তিক পেমেন্ট পরিচালনা সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রকাশ করেছে। তদুপরি বাংলাদেশ ব্যাংক শ্রম নির্ভর অতিক্ষুদ্র/ভাসমান উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, প্রান্তিক পণ্য বিক্রেতা ও সেবা প্রদানকারীদের জন্য ন্যূনতম কাগজপত্র নিয়ে সহজে 'ব্যক্তিক রিটেইল হিসাব' খোলার সুযোগ তৈরি করেছে;
- ই-কমার্স বাজারে শৃঙ্খলা ও ভোক্তা সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অগ্রিম অর্থ প্রদানের বিপরীতে বাজার থেকে অনলাইন কেনাকাটার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এসক্রো (Escrow) ব্যবস্থাও চালু করেছে;
- পেমেন্ট সিস্টেমের বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে লেনদেন সেতু তৈরির লক্ষ্যে Interoperable Digital Transactions Platform (IDTP) 'বিনিময়' নামে ১৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম চালু হয়েছে, যার মাধ্যমে গ্রাহকরা একটি Application Processing Interface (API) এর অধীনে সমস্ত ডিজিটাল পেমেন্ট পরিষেবা গ্রহণ করতে পারছেন। উল্লেখ্য, ডিজিটাল উদ্ভাবনে ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং আর্থিক পরিষেবায় প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২০ সালের আগস্টে রেগুলেটরি ফিনটেক ফ্যাসিলিটেশন অফিস (আরএফএফও) চালু করেছে;
- 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয়ে লেনদেন ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থার আধুনিকায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক অত্যন্ত তৎপর রয়েছে। বর্তমানে ই-কমার্সের জন্য পূর্ণ সক্ষম একটি ডিজিটাল লেনদেন প্রতিবেশ তৈরির পাশাপাশি Cashless Bangladesh তৈরির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাথমিকভাবে ঢাকায় কার্যক্রম শুরু করলেও বর্তমানে তা দেশব্যাপী সম্প্রসারণ করা কাজ চলমান রয়েছে।

সংযোজনী ৫.৪
মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে তরান্বিতকরণের পাশাপাশি নতুন ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলা এবং আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে সাহায্য করেছে। গৃহীত উদ্যোগসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু উদ্যোগ নিম্নরূপ:

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জঙ্গি দল/সংগঠন 'জামায়াতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া' এর কার্যক্রম বাংলাদেশে নিষিদ্ধকরণ বিষয়ে ২১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে বিএফআইইউ কর্তৃক সার্কুলার লেটার নং-১ জারি করা হয়েছে;
- উল্লিখিত সময়ে, বিএফআইইউ কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ২,৫৬,৯৬,২২২টি নগদ লেনদেন রিপোর্ট (সিটিআর) পেয়েছে এবং বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হতে ১০,৮১৬টি সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম রিপোর্ট (এসটিআর/এসএআর) পেয়েছে। এছাড়া, বিএফআইইউ কর্তৃক বিভিন্ন উৎস হতে ১৭৬টি অভিযোগ গৃহীত হয়েছে;
- রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হতে প্রাপ্ত সিটিআর/এসটিআর ও বিভিন্ন উৎস হতে গৃহীত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বিএফআইইউ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ৫৬টি গোয়েন্দা প্রতিবেদন তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে;
- বিএফআইইউ উল্লিখিত সময়ে বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মোট ৬০টি নিয়মিত পরিদর্শন ও ২৫টি বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনা করেছে। এছাড়া, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের সাথে মানিলন্ডারিং সংশ্লিষ্ট ৪৩২টি ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট ১০৬টি তথ্য বিনিময় করেছে;
- চলতি অর্থবছরের (ফেব্রুয়ারি ২৪ পর্যন্ত) বিভিন্ন দেশের এফআইইউ হতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন এবং ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্যাদি সরবরাহের জন্য ১৯টি অনুরোধের বিপরীতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিএফআইইউ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্যাদির জন্য বিভিন্ন দেশের এফআইইউতে মোট ৬৫টি অনুরোধপত্র প্রেরণ করেছে এবং প্রাপ্ত তথ্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থায় প্রেরণ করেছে;
- বিএফআইইউ এবং ওমান ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ন্যাশনাল সেন্টার ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন-এনসিএফআই) এর মধ্যে তথ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ৮১টি দেশের সাথে বিএফআইইউ এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- অবৈধ হুন্ডি, গেমিং, বেটিং, ক্রিপ্টোকারেন্সী সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বমোট ২৯১টি ওয়েবসাইট, ৩৩টি অ্যাপ এবং ৪৬৪টি সোশ্যাল মিডিয়া পেজ/লিংক (ফেসবুক, ইউটিউব ও ইন্সটাগ্রাম) চিহ্নিতপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সরবরাহ করা হয়েছে;
- হুন্ডি প্রক্রিয়ায় জড়িত সন্দেহে ৬টি এমএফএস ডিস্ট্রিবিউটরের তথ্য সম্বলিত গোয়েন্দা প্রতিবেদন সিআইডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২টি ডিস্ট্রিবিউটরের কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে। হুন্ডি লেনদেনে জড়িত সন্দেহে ৫,০২৯টি এমএফএস এজেন্টশিপ বাতিল করা হয়েছে;
- ডিজিটাল হুন্ডির সাথে সংশ্লিষ্ট লেনদেন সহজে শনাক্তকরণের জন্য ইন্ডিকেটর প্রস্তুতপূর্বক এমএফএস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদান করা হয়েছে। ইন্ডিকেটরসমূহের আওতায় এমএফএস প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক অনলাইন জুয়া/হুন্ডির সাথে জড়িত সন্দেহে এ পর্যন্ত ২৭,৬৮০টি ব্যক্তিগত এমএফএস হিসাব স্থগিত করা হয়েছে;
- হুন্ডি প্রতিরোধে ২২৯টি মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের AML/CFT বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। হুন্ডির সাথে সংশ্লিষ্টতা সন্দেহে ২১টি মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানের তালিকা ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ৩৯টি হিসাবের তথ্যাদি সিআইডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে;
- অনলাইন বেটিং ও গ্যাম্বলিং সংক্রান্ত কার্যক্রমে জড়িত ওয়েবসাইটসমূহের অর্থ আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত পেমেন্ট Gateway/চ্যানেলসমূহ বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এমএফএস প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলে অনলাইন বেটিং ও গ্যাম্বলিং সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে;
- অনলাইন গ্যাম্বলিং, বেটিং, হুন্ডি এবং অবৈধ ফরেক্স ও ক্রিপ্টোকারেন্সী লেনদেনের প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা ও এসব লেনদেনে অংশগ্রহণ না করার বিষয়ে জনস্বার্থে টিভি স্ক্রলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার; স্কুল, কলেজ, মসজিদ ও মাদ্রাসার মাধ্যমে প্রচরণা এবং

মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা প্রদানের মাধ্যমে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য যথাক্রমে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয় এবং বিটিআরসি-কে অনুরোধ করা হয়েছে;

- মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা জোরদারের লক্ষ্যে বিএফআইইউ বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন: এপিজি, এগমন্ট গ্রুপ, এফএটিএফ, বিমসটেক, ইউএনওডিসি, এডিবি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও আইএমএফ এর মতো সংস্থাগুলোর সাথে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রাখছে। বাংলাদেশ সরকার ও বিএফআইইউ-এর কর্মকর্তাগণ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উল্লিখিত সংস্থাসমূহ এবং বিভিন্ন বিদেশি এফআইইউ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে;
- বিএফআইইউ ব্যাংকসহ অন্যান্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী ও তদারককারী সংস্থার কর্মকর্তাগণের জন্য মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।